সংবাদ

তারিখ ... 02 MAR 2012 ... পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্ত শুরু

● ইউজিসির তদন্ত কমিটির নর্থ সাউথ পরিদর্শন

রাকিব উদ্দিন

একসঙ্গে পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অনিয়ম ও ভর্তিবাণিজ্য তদন্তে নেমেছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) বিভিন্ন সময়ে জমা হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনাচার খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইউজিসি সূত্র জানায়, ইউজিসি গত বুধবার উপরোক্ত পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সব ধরনের কাগজপত্র প্রস্তুত রাখতে চিঠি দিয়েছে। আর দুর্নীতি অনিয়ম ও ভর্তি বাণিজ্যের আখড়া হিসেবে খ্যাত নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল পরিদর্শন করেছে ইউজিসির তদন্ত কমিটি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, নর্থ-সাউথ'সহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্ত শুরু হয়েছে, সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দুর্নীতি, অনিয়ম, ভর্তিবাণিজ্য এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর অবমাননা বরদাস্ত করা হবে না বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান।

নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম তদন্তে গঠিত ইউজিসির চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক হলেন ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী। তিনি তদন্ত কমিটির সদস্যদের নিয়ে গতকাল নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরু করেন।

জানতে চাইলে অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, এই বিশ্ববিদ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দুটি। একটি কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং আরেকটি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক শিক্ষিকার শ্লীলতাহানীর অভিযোগ। দুটি বিষয় নিয়েই আজ (গতকাল) বৃহস্পতিবার আমরা তদন্ত শুরু করেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করা হবে বলেও তিনি জানান।

নর্থ-সাউথ : জানা গেছে, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা ৩১৩ ছাত্রছাত্রীকে গত বছর ভর্তি, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহানের বিরুদ্ধে এক শিক্ষিকার শ্লীলতাহানীর চেষ্টার অভিযোগ, ক্যান্টিনে খাবারের অত্যধিক মূল্য আদায়, অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের অসৌজন্যমূলক আচরণ করাসহ নানা অনিয়ম তদন্ত করছে ইউজিসি। আর নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেসরকারি : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমা হওয়া কয়েক ডজন অভিযোগ গতকাল সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসি'তে পাঠানো হয়েছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৭ সালের ৪র্থ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক এক হাজার ৫৩১ জনকে সনদ প্রদানের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ছয় হাজার ২০ জনকে অননুমোদিতভাবে ডিগ্রি দিয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। এছাড়া পণ্ড হয়ে যাওয়া ৫ম সমাবর্তন চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত চার হাজার ৭০৯ জনের স্থলে ১০ হাজার ২২৬ জনকে অননুমোদিতভাবে সনদ প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গত বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রতিষ্ঠানের সব অনিয়মের হোতা উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক এবং তার ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) ও গণসংযোগ কর্মকর্তা।

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০১ সালের নভেম্বর থেকেই অবৈধ পরিচালনা পরিষদ দিয়ে চলছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। দীর্ঘদিন ধরে মালিকানা নিয়ে চলছে বিরোধ। এবার প্রতিষ্ঠানটিকে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। সংশ্লিষ্টরা জানায়, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন, তারা প্রকৃত মালিক নয়। এর মালিকানা দাবি করে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মকবুল হোসেন উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা করছেন।

ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি : ইউজিসি সূত্র জানায়, প্রায় সাড়ে আট বছর ধরে অবৈধভাবে চলছে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সাময়িক অনুমতি লাভ করে ২০০৩ সালে। ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের জন্য ২০০৪ সালের ৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনটি প্যানেল প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলরের সচিবের কাছে প্রেরণ করা হয়। অন্তর্বর্তী সময়ে ভিসি হিসেবে প্রফেসর কার্টিস আর ডয়েল (বিদেশি নাগরিক) এবং প্রো-ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. এমআর খান দায়িত্ব পালন করেছেন। ড. খান ট্রেজারার হিসেবেও (অতিরিক্ত) দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে অনুমোদন না পাওয়ায় প্রস্তাবিত প্যানেল থেকে নিজেদের বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের ভারপ্রাপ্ত ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার হিসেবে নিয়োগ দেয় কর্তৃপক্ষ। পরে ২০০৫ সালের ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত প্যানেলের উপাচার্য পদে বিদেশি নাগরিকের নিয়োগের বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি দেয়। কিন্তু চিঠি না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিঠির জবাব দেয়নি। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৬ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির কোন খোঁজ-খবর নেয়নি।

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : জানা গেছে, মালিকানা বিরোধকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. কবির হোসেন তালুকদারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপর হামলা চালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমের পালিত ছেলে ইমতিয়াজ আহমেদ। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি আবুল হোসেন তালুকদার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইমতিয়াজের বিচার দাবি করে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন।